এফডি-৬

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প

বাংলাদেশ ভিশন সেন্টার এস্টাব্লিশমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট
(জামালপুর, বাংলাদেশ)।
Bangladesh Vision Center Establishment and Management
(Jamalpur, Bangladesh)
ডিসেম্বর ০১, ২০২১ থেকে নভেম্বর ৩০, ২০২২

ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি আই হসপিটাল

ঠিকানা ঃ
ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি আই হসপিটাল
১৯৩ সেহড়া ধোপাখলা রোড, ময়মনসিংহ-২২০০, বাংলাদেশ।
টেলিফোন নং- +৮৮০-৯১-৬৬৯৮২, ৬৭১৮০
মোবাইল নং- +৮৮-০১৭ ১১ ১০৩০৬৩, +৮৮-০১৭ ১৩ ০৩৯৮৮১
ফ্যাক্স নং- +৮৮০-৯১-৬৩৫২২
ই-মেইল ঃ bnsbmym@gmail.com

এফডি-৬

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

[এ নমুনা ছকটি বাংলা এবং ইংরেজীতে পূরণ করতে হবে, তবে বাংলায় পূরণকরা বাধ্যতামূলক। বাংলার ক্ষেত্রে সুতনী এম.জে ফন্ট ব্যবহার করতে হবে। ৯ সেট এফডি-৬ এর সাথে সিডিতে ৩ সেট এফডি-৬ দাখিল করতে হবে। অসম্পূর্ণতা ও অস্বচ্ছতা প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্বের কারণ হবে]

১. (ক) এনজিও'র নাম ও ঠিকানা ঃ **ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি আই হসপিটাল**
(খ) ঠিকানা ঃ ১৯৩ সেহড়া ধোপাখলা রোড, ময়মনসিংহ।
(গ) টেলিফোন ও ফ্যাক্স নং (যদি থাকে) ঃ +৮৮০-৯১-৬৬৯৮২, ৬৭১৮০, ফ্যাক্স নং- +৮৮০-৯১-৬৩৫২২
(ঘ) ই-মেইল এড্রেস (যদি থাকে) ঃ bnsbmym@gmail.com
(ঙ) ওয়েব সাইট (যদি থাকে) ঃ

২. প্রকল্পের নাম ঃ বাংলাদেশ ভিশন সেন্টার এস্টাব্লিশমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (জামালপুর, বাংলাদেশ)।
Bangladesh Vision Center Establishment and Management (Jamalpur, Bangladesh)

৩. প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ১ বছর (ডিসেম্বর ০১, ২০২১ হতে নভেম্বর ৩০,২০২২)
(ক) শুরুর তারিখ ঃ ০১ ডিসেম্বর ২০২১
(খ) সমাপ্তির তারিখ ঃ ৩০ নভেম্বর ২০২২

৪. **প্রকল্প এলাকা** ঃ

ক্র.নং	জেলা	উপজেলা/থানা
০১	জামালপুর	জামালপুর সদর।

৫. **প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার ঠিকানা** ঃ
(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ টাকা ঃ ৬,০৪২,৬৪৪/-

(হাজার টাকায়)

ক্র. নং	বর্ণনা	প্রকল্প বর্ষ (ডিসেম্বর ০১, ২০২১ হতে নভেম্বর ৩০, ২০২২)	মোট
১	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	টাকাঃ ৬,০৪২,৬৪৪/-	টাকাঃ ৬,০৪২.৬৪৪
২	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থানীয় মুদ্রায় অনুদান	-	-
৩	স্থানীয় অনুদান	নাই	নাই
৪	বিদেশী মুদ্রায়	৭০,৮৩৩ (ইউ.এস.ডি)	৭০.৮৩৩ (ইউ.এস.ডি)
	মোট টাকা ঃ	৬,০৪২,৬৪৪/-	৬,০৪২.৬৪৪

(খ) ১. দাতা সংস্থার নাম ঃ Good People International (GPI)
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা ঃ 10, Gukhoe-daero 74-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07238, Republic of Korea,

৩. ফোন/ফ্যাক্স নম্বর ঃ + 82-2-783-2291 ফ্যাক্স নম্বর ঃ + 82-2-783-2294
৪. ইমেইল ঃ jiyoungkim@goodpeople.or.kr ওয়েবসাইট ঃ www.goodpeole.or.kr

৬. **বিস্তারিত প্রকল্প** ঃ

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করুন। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা লিখুন) ঃ

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ প্রায় ১৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি উন্নয়নশীল দেশ। ২০১১ সালে আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ যার প্রবৃদ্ধির হার ছিল ০.৫ শতাংশ ((Statistical Pocketbook 2011, BBS)। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। যার প্রায় ৭৭ শতাংশ জনসংখ্যা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৪ সালের তথ্যানুযায়ী উক্ত জনসংখ্যার মাথাপিছু সম্মিলিত জাতীয় আয় ১,১৯০ ডলার এবং মোট জন সংখ্যার ৩১.৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। (সূত্রঃ বিশ্ব ব্যাংকের বৈশ্বিক উন্নয়ণ প্রতিবেদন-২০১০)।
১৫ বছরের উপরে শিক্ষার হার ৫৬ শতাংশ। (সূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য-২০০২)।

বিভিন্ন প্রকার নির্দেশক থেকে প্রমানিত হয় যে, এদেশের জনগণের স্বাস্থ্যগত অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। ২০১৫ সালের জানুয়ারী মাসে অনুমিত জন্মকালীণ প্রত্যাশিত আয়ু ছিল ৭১-৭৫ বছর ((CIA World Fact book).)। ২০১৫ সালের অনুমিত অনূর্ধ পাঁচ বছরের শিশুর মৃত্যু হার ছিল প্রতি হাজারে ৩৮ ((UNICEF website).)। বেসরকারী সাহায্য সংস্থা ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকার হচ্ছে একটি বড় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী ভাবে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০০১ সালের অনুমিত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা জনপ্রতি ১২ ডলার তখন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে জনপ্রতি সরকারী ব্যয় ছিল প্রায় ৩ ডলার ((World Bank, World)।

বাংলাদেশের জনগনের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অসচ্ছলতাজনিত কারণে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ শাক, পাতা, কচু, ঘেচু তথা অবৈজ্ঞানিক, অপুষ্টিকর ও অসম খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবসহ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশজনিত কারণে অসুখ বিসুখ জ্বরা ব্যাধি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিত্য সঙ্গী। অথচ আনুপাতিকহারে গ্রামে চিকিৎসা অপ্রতুল এবং চক্ষু স্বাস্থ্য সেবার অবস্থা আরও করুণ। এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটির রোগ ব্যাধি ও অবহেলার কারণে বাংলাদেশে অন্ধত্বের হার দিন দিন বেড়েই চলেছে।

অন্ধত্ব বিশ্বব্যাপী মানব জাতির জন্য একটি স্পর্শকাতর সামাজিক সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুসারে দেখা যায় যে, বিশ্বের ৯০শতাংশ দৃষ্টিহীন মানুষ বাংলাদেশের মত উন্নয়ণশীল দেশসমূহে বসবাস করে (WHO Fact sheet No. 282, Visual Impairment and Blindness. Update April 2011)| ফলে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও চক্ষুরোগ তথা অন্ধত্বের হার অত্যন্ত প্রকট। আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে অন্ধত্বের এ প্রাদুর্ভাব একটি অতিরিক্ত বোঝা । দিন দিন এই সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। তবে আশার কথা যে, সঠিক কর্ম পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ এবং উপযুক্ত চিকিৎসা সেবায় শতকরা ৮০ ভাগ অন্ধত্ব প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, পর্যাপ্ত চক্ষু বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষিত চক্ষু পরিচর্যা কর্মী এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতার কারণে চক্ষু রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনায় বাংলাদেশে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

২০০৫ সালে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ, অরবিস ইন্টারন্যাশনাল ও সাইট সেভারস ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক সারাদেশব্যাপী জাতীয় চক্ষু সেবা দক্ষতা যাচাই এর এক জরীপে দেখা যায় যে, দেশের প্রায় ১৪১টি হাসপাতাল চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। যার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী, ৪০ ভাগ বিভিন্ন এনজিও সংগঠন এবং ১০ ভাগ প্রাইভেট বা ব্যক্তিমালিকানাধীন ভাবে পরিচালিত। বাংলাদেশে মাত্র ১,০০০ জন চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং ৯৫০ জন চক্ষু বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফথালমিক এসিসস্টেন্ট রয়েছে (National Eye Care Plan, Bangladesh) যা বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অন্ধত্বের এহেন জটিল ও সংকটাপন্ন সামাজিক স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার প্রয়াসে বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতি (বিএনএসবি) তার বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা Andheri-Hilfe Bonn, Germany, Sight Savers International, ORBIS International এর সদয় সহযোগিতায় ১৯৭২ সাল থেকে এদেশে অন্ধত্ব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও সেবাদানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

সরকার অন্ধত্বকে একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। যার প্রেক্ষিতে এ সমস্যাকে সমাধান করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দ্যা ব্লাইন্ড সংক্ষেপে বিএনসিবি গঠন করা হয়; যাতে করে দেশের মানুষের অন্ধত্ব প্রতিরোধ এবং প্রতিকার করা যায়। এ লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোসহ সকল দেশের দৃষ্টিহীনদের সমস্যা সমাধানকল্পে যে সব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কাজ করছে তাদের একটি আন্তর্জাতিক ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের নাম "ভিশন-২০২০"- দৃষ্টি সবার অধিকার। অন্ধত্ব নিবারণে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা, সম্পদ সংগ্রহ করা এবং বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে মিলে জাতীয় অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচী গড়ে তোলাই এ উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ ভিশন ২০২০ "বৈশ্বিক উদ্যোগে ২০০০ সালে স্বাক্ষরকারী স্বল্প সংখ্যক দেশ সমূহের মধ্যে একটি। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালে ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সভায় " ভিশন ২০২০ - দৃষ্টি সবার অধিকার" মূল সনদে স্বাক্ষর করে এবং এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ সরকার, বিভিন্ন এনজিও এবং প্রাইভেট চক্ষু সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাস্থ্য ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম শক্তিশালী করণ যা জাতীয় চক্ষু স্বাস্থ্যনীতির মূল চাবিকাঠি।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলদেশ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দ্যা ব্লাইন্ড এর মাধ্যমে ন্যাশনাল আই কেয়ার,
আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহ পারস্পরিক নিবিড় সমন্বয় সাধন পূর্বক সমাজ থেকে নিরময়যোগ্য অন্ধত্ব নিবারণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ কর্মসূচী গুলির মধ্যে অবকাঠামো ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম শক্তিশালী করণ এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্যা ব্লাইন্ড (বিএনএসবি) আন্ধেরী হিলফে বন, জার্মানী এর সহায়তায় ১৯৭২ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে সুদীর্ঘ প্রায় ৪৬ বছর ধরে এ পর্যন্ত অন্ধত্ব নিরসনে বাংলাদেশ থেকে অন্ধত্ব নিবারণ ও নিরাময় কর্মসূচী সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ সালের ১ লা জানুয়ারী থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার (নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ) প্রায় ১ কোটি ৭৭ লক্ষ জনগণের মধ্যে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। যা বাংলাদেশের মোট জন সংখ্যার প্রায় ১২শতাংশ।

এখানে উল্লেখ্য যে, বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রায় ১ কোটি ৭৭ লক্ষ মানুষের নিয়মিত চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা সেবা প্রদানের জন্য এটিই একমাত্র বিশেষায়িত চক্ষু হাসপাতাল। এই হাসপাতালটি বর্তমানে অন্ধত্ব প্রতিরোধ, প্রতিকার, দূরীকরণ, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের পূণর্বাসন, বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে গরীব রোগীদের সেবা প্রদান আসছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পাশাপাশি চক্ষু রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিনিয়তই হাসপাতালে চক্ষুরোগ সমস্যাগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে হাসপাতালের পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতার কারণে ময়মনসিংহ ও আশপাশের জেলার ব্যাপক ভিত্তিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যার ব্যাপক চাহিদা মিটানো অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে।

ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল ইতিমধ্যে উপজেলা ও গ্রামাঞ্চলের জনগণের দোরগোড়ায় ব্যাপক ভিত্তিক চক্ষু পরিচর্যা সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২টি প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা কেন্দ্র (পিইসি) প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়াও হাসপাতালের প্রারম্ভিক সময় থেকে এ প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সেবাগুলি প্রদান করা হয়েছে।

- প্রায় ২০ লক্ষ ৮০ হাজার চক্ষু রোগীকে হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। যাদের মধ্যে ১৩৮ হাজার এর বেশী রোগীর চক্ষুছানিসহ বিভিন্ন অপারেশন করা হয়েছে।
- প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সহস্রাধিক চক্ষু শিবির আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রায় ১৪ লক্ষ ২ হাজার ৪৭ জন চক্ষু রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে যাদের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪৮১ জন রোগীর বিনামূল্যে চক্ষু ছানি অপারেশন করা হয়েছে।
- প্রায় ১,৩৫১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার জন ছাত্র-ছাত্রী, এবং বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক সমন্বিত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের চক্ষু স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ১৩৭,৭৩২ জন শিশু-কিশোর-কিশোরীকে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করাসহ প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চশমা প্রদান করা হয়েছে।

- অনুর্ধ ১৬ বছর বয়সের প্রায় ৪,৪৭৩ জন শিশুকে বিনামূল্যে এবং স্বল্পমূল্যে চোখের ছানি ও ট্যারা চোখ অপারেশন করে তাদের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করা হয়েছে।
- প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা গুলো মাধ্যমে প্রায় ২৪৬,১৮৪ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে প্রায় ৬,১৫০ জন রোগীর চক্ষু ছানি ও অন্যান্য অপারেশন করা হয়েছে।

উপরোক্ত কার্যক্রম ছাড়াও এই বৃহত্তর অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২,১২৫ জন শিক্ষককে ডেমোনস্ট্রেশন এবং বিভিন্ন এনজিওতে কর্মরত প্রায় ১, ৮২৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রাথমিক চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে আরও বহুবিধ চিকিৎসা সেবা পরিচালনা করছে। এছাড়া প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের জনগণের দোরগোড়ায় আরও অধিক পরিমাণে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা কিভাবে পৌঁছে দেয়া যায় তারই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রণয়নকৃত প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ তথা বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ময়মনসিংহ জেলা ও তার সন্নিহিত জেলা সমূহের জনগনকে অত্র হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসা ও সেবাদান। প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিক চক্ষু শিবির আয়োজনের মাধ্যমে শিশু, কিশোর আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলকে সমন্বিত ভাবে স্বল্প ব্যয়ে গুনগত ও মানসম্পন্ন চক্ষু চিকিৎসা প্রদান। প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তোলা। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও এমএলওপি-দের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের সহায়তায় হাসপাতালের বিদ্যমান চক্ষু স্বাস্থ্যসেবাকে আরও গতিশীল ও সম্প্রসারিত করে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা। তাছাড়া নিম্নবর্ণিতভাবে প্রকল্প এলাকার জনগনের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গৃহিত প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা হবে।

খ. **১. প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে (যথা-এনএসএপিআর-২, রূপকল্প-২০২১ ও সরকারের খাতভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলী) প্রাসঙ্গিকতা ঃ**

অন্ধত্ব বিশ্বব্যাপী মানব জাতির জন্য একটি গভীর সামাজিক সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক তথ্যমতে পৃথিবীতে প্রায় ৩৯ মিলিয়ন মানুষ অন্ধত্বের শিকার (WHO Fact sheet No. 282, Visual Impairment and Blindness. Update April 2011) ।এছাড়াও ২৪৫ মিলিয়ন মানুষ মধ্যম থেকে মারাত্মক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (WHO Fact sheet No. 282, Visual Impairment and Blindness. Update April 2011) । বিশ্বে প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে ০১ জন করে ব্যক্তি অন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং প্রতি মিনিটে ১ জন শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে (The Fred Hollows Foundation NZ, Module-5 Global Blindness Statistics)। এদের ৯০ শতাংশের বাস বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে।

বাংলাদেশে জাতীয় অন্ধত্ব ও ক্ষীণদৃষ্টি জরীপ ২০২০ অনুযায়ী বয়স অনুপাতে অন্ধত্বের প্রার্দুভাব ১.০৩ শতাংশ। ৭০ শতাংশ অন্ধত্বের প্রধান কারণ ছানিজনিত রোগ। অন্য এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় (National Eye Care Plan,Bangladesh) যে,

- **বাংলাদেশে প্রায় ৭ লাখ ৫২ হাজার অন্ধ লোক রয়েছে যাদের বয়স ৩০ বা তার উর্ধ্বে এবং প্রতিবছরই এই সংখ্যার সাথে নতুন করে আরও ৬০ হাজার করে যোগ হচ্ছে।**
- **১ কোটি ৪৩ লাখ বয়স্ক মানুষ অসংশোধিত দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি বয়ে বেড়াচ্ছেন।**
- **১৩ লাখ শিশু অসংশোদিত দৃষ্টিশক্তির ত্রুটিতে ভুগছে।**
- **অন্ধত্বের প্রধান কারণ ছানি এবং ছানির কারণে অন্ধত্বের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার মানুষ, যা মোট অন্ধত্বের প্রায় ৭০%।**

বাংলাদেশে অন্ধত্বের অনেকগুলো রোগের কারণের মধ্যে ৫টি রোগ অন্ধত্বের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারমধ্যে ছানি রোগ, শিশু অন্ধত্ব, ক্ষীণদৃষ্টি (রিফ্র্যাকটিভ এ্যারর), ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি ও গ্লুকোমা।

২০২০ সালে পরিচালিত জাতীয় অন্ধত্ব এবং ক্ষীণদৃষ্টি জরীপ এর তথ্যমতে বাংলাদেশে শিশু অন্ধত্বের হার প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ০.০৬৩ জন। সে অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৩০ হাজার অন্ধ শিশু রয়েছে। শিশু অন্ধত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে ছানি রোগ এবং বাংলাদেশে প্রায় ১০ হাজার শিশু ছানি রোগের কারণে দৃষ্টিহীন আছে, যা ছানি অপারেশনের মাধ্যমে দুর করা সম্ভব।

প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পরিকল্পনা যথা- এনএসএপিআর-২ ও রূপকল্প-২০২১ সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যৌক্তিক যোগসাজস সাপেক্ষে প্রণয়ন করা রয়েছে। যা বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রচেষ্টার সম্পূরক শক্তি হিসাবে কাজে করবে এবং দেশ থেকে দারিদ্রতা হ্রাস করে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করবে যেমনটি বলা হয়েছে ২য় জাতীয় কৌশল "ভিশন-২০২১" (সংশোধিত)।

ছানি জনিত অন্ধত্ব দুরকরতে পারলে এ সমস্যার কারণে কর্ম-অক্ষম প্রতিটি মানুষ পুণরায় কর্মক্ষম হয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। ফলে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্রতা শতকরা ৪৫ ভাগ থেকে শতকরা ১৫ ভাগে নামিয়ে আনায় ভূমিকা রাখবে।

বয়স্ক ও শিশুর অসংশোধিত দৃষ্টিশক্তির কারণে যারা কর্মহীন হয়ে রয়েছে দৃষ্টিশক্তি সংশোধণের মাধ্যমে তাদেরকে পূণরায় কর্মক্ষম করে তোলা এবং নিজ নিজ কর্মস্থলে উন্নয়নে ভুমিকা রাখতে পারবে। ফলে দারিদ্রতা হ্রাস শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়ে ১৫ ভাগে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে এবং শিশুদের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই সুস্থ স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে যেমনটি রূপকল্পে বলা হয়েছে এবং ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিটি খানা স্বাস্থ্যকর ও সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি সহায়ক হবে।

শিক্ষক এবং তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে জ্ঞান দান করা হবে তাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আদর্শ পুষ্টিকর খাবার, সকল প্রকার সংক্রামক রোগ, শিশুমৃত্যুর হার, প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর হার এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি, বিশুদ্ধ পানীয়জল প্রাপ্ততা ইত্যাদি কর্মসূচীতে প্রকল্পটি উদ্যোগ গ্রহণকরাসহ অবদান রাখতে পারবে।

বাংলাদেশে অন্ধত্ব হ্রাস ও পরিহারযোগ্য অন্ধত্ব নিবারণ এবং দরিদ্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্ধত্বের বিভিন্ন সমস্যা নিরসন ও তাদেরকে অন্ধত্বের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করতে Bangladesh National Eye Care Plan এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার Action Plan for the Prevention of Avoidable Blindness and Visual Impairment, 2009-2013 এবং VISION 2020-The Righ to Sight এর উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকারের এনএসএপিআর-২, রূপকল্প-২০২১ ও খাতভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

খ. ২. টেকসই উন্নয়নের অভিষ্টের (এসডিজি) সঙ্গে সম্পৃক্ততা ঃ

গোল	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
১ ২ ৩ ৪ ৫	৩.৪ ৩.৮ ৩.খ.২ ৩.খ.৩ ৩.গ	৬,০৪২,৬৪৪/-	প্রণয়নকৃত প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ তথা বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ময়মনসিংহ জেলা ও তার সন্নিহিত জেলা সমূহের জনগনকে অত্র হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসা ও সেবাদান। ভিশন সেন্টার এবং প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তোলা। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও এমএলওপি-দের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের সহায়তায় হাসপাতালের বিদ্যমান চক্ষু স্বাস্থ্যসেবাকে আরও গতিশীল ও সম্প্রসারিত করে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পরিকল্পনা যথা- এনএসএপিআর-২ ও রূপকল্প-২০২১ সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যৌক্তিক যোগসাজস সাপেক্ষে প্রণয়ন করা রয়েছে। যা বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রচেষ্ঠার সম্পূরক শক্তি হিসাবে কাজে করবে এবং দেশ থেকে দারিদ্রতা হ্রাস করে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করবে যেমনটি বলা হয়েছে ২য় জাতীয় কৌশল "ভিশন-২০২১" (সংশোধিত)। ছানি জনিত অন্ধত্ব দুরকরতে পারলে এ সমস্যার কারণে কর্ম-অক্ষম প্রতিটি মানুষ পুণরায় কর্মক্ষম হয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। ফলে দারিদ্রতা শতকরা ৪৫ ভাগ থেকে শতকরা ১৫ ভাগে নামিয়ে আনায় ভূমিকা রাখবে। বয়স্ক ও শিশুর অসংশোধিত দৃষ্টিশক্তির কারণে যারা কর্মহীন হয়ে রয়েছে দৃষ্টিশক্তি সংশোধণের মাধ্যমে তাদেরকে পূণরায় কর্মক্ষম করে তোলা এবং নিজ নিজ কর্মস্থলে উন্নয়নে ভুমিকা রাখতে পারবে। ফলে দারিদ্রতা হ্রাস শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়ে ১৫ ভাগে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে এবং শিশুদের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই সুস্থ স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে যেমনটি রূপকল্পে বলা হয়েছে এবং প্রতিটি খানা স্বাস্থ্যকর ও সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি সহায়ক হবে।	

গ. উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

(ক) উপজেলা ও প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকার চক্ষু রোগে আক্রান্ত রোগীরা যাতে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে স্বল্প দুরত্বে গিয়ে অত্যন্ত সহজলভ্যতায় তাদের চোখের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ভিশন সেন্টার এবং প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা কেন্দ্র (পিইসি) স্থাপন করা হচ্ছে।

ঘ. লক্ষ্যমাত্রা (সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময় ***(SMART)*** নির্ধারণ করুন। পরিবীক্ষনের জন্য টার্গেট ***SMART*** করা অত্যন্ত জরুরী) ঃ

১ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২২ এর মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত লক্ষমাত্রা অর্জন করা হবে।

ক্র. নং	কার্যক্রমে নাম	পরিমাণ		অর্জনযোগ্য যথার্থতা
		১ ডিসেম্বর ২০২১-৩০ নভেম্বর ২০২২	সর্বমোট	
১	জামালপুর সদর উপজেলায় স্থাপিত ভিশন সেন্টার (ভিসি) এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান	১৬,৫০০ জন	১৬,৫০০ জন	ভিশন সেন্টার (ভিসি) কার্যক্রমের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীন পর্যায়ে বসবাসরত মানুষকে চক্ষু চিকিৎসা প্রদান করা হবে।
২	ভিশন সেন্টার (ভিসি) এর মাধ্যমে বাছাই করে ছানি রোগীদের কৃত্রিম লেন্স সংযোজন।	৬০০ জন	৬০০ জন	এর আওতায় চক্ষু ছানি রোগীকে বাছাই করে কৃত্রিম লেন্স সংযোজন করতঃ প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসা প্রদান করে তাদেরকে অন্ধত্বের অভিষাপ থেকে মুক্ত করা।
৫	ভিশন সেন্টার (ভিসি) এ আগত রোগীদের রিফ্রাকশন করাসহ প্রয়োজনীয় চশমার ব্যবস্থা পত্র প্রদান।	১,৭৫০ জন	১,৭৫০ জন	ভিশন সেন্টার (ভিসি) এর কার্যক্রমের আওতায় রিফ্রাকশন করার মাধ্যমে রোগীদের দৃষ্টিশক্তির সমস্যা থেকে প্রতিকার এবং তাদের অসংশোধিত দৃষ্টি সংশোধনপূর্বক দৃষ্টিশক্তির উন্নতিসহ স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হবে এবং স্বাভাবিক জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে।
৬	ভিশন সেন্টার (ভিসি) এ আগত রোগীদের চিকিৎসার মাধ্যমে ডায়াবেটিস জনিত চোখের সমস্যা ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি চিকিৎসা প্রদান	১২৫ জন	১২৫ জন	ভিশন সেন্টার (ভিসি) এ আগত রোগীদের চিকিৎসার মাধ্যমে ডায়াবেটিস জনিত চোখের সমস্যা ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি চিকিৎসা প্রদান করা হবে। ফলে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি জনিত চক্ষু সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবে।

৬. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করুণ) ঃ

১ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২২ এর মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত লক্ষমাত্রা অর্জন করা হবে।

(ক) এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশা করা যায় যে, ১৬,৫০০ জন প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীন পর্যায়ে বসবাসরত চক্ষুরোগী ভিশন সেন্টার (ভি.সি) এর চিকিৎসার মাধ্যমে চক্ষুরোগ থেকে রক্ষা পাবে। ফলে দৃষ্টিশক্তি তথা চক্ষু স্বাস্থ্য নিরাপদ থাকবে।

(খ) এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশা করা যায় যে, ১৬,৫০০ জন প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীন পর্যায়ে বসবাসরত মানুষ ভিশন সেন্টার (ভি.সি) এ ভিশন সেন্টার (ভি.সি) এ চিকিৎসার মাধ্যমে চক্ষুরোগ থেকে রক্ষা পাবে। ফলে দৃষ্টিশক্তি তথা চক্ষু স্বাস্থ্য নিরাপদ থাকবে।

(গ) ১,৭৫০ জন প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীন পর্যায়ে বসবাসরত মানুষ ভিশন সেন্টার (ভি.সি) এ চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের অসংশোধিত দৃষ্টি সংশোধনপূর্বক দৃষ্টিশক্তির উন্নতিসহ ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবে।

(ঘ) ৬০০ জন চক্ষু ছানি রোগী ভিশন সেন্টার (ভি.সি) এর মাধ্যমে বিভিন্ন মাইনর অপারেশন এবং ছানি অপারেশন করে কৃত্রিম লেন্স সংযোজন করার মাধ্যমে তাদের দৃষ্টি পূণর্বাসন এবং পুণরায় কর্মক্ষম হয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবে। ফলে স্বনির্ভরতা ফিরে পাবে।

চ. প্রধান কার্যক্রম সমূহ এবং প্রতিটি কার্যক্রমের বিপরীতে বরাদ্দ ঃ

ক্র.নং	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	প্রাক্কলিত বরাদ্দ		সর্বমোট	উপকারভোগীর সংখ্যা
		দাতা সংস্থার অনুদান	স্থানীয় অনুদান		
১	ভিশন সেন্টার (ভিসি) স্থাপন করাসহ প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা কার্যক্রম পরিচালনা:	৬,০৪২,৬৪৪/-	০	৬,০৪২,৬৪৪/-	ওপিডি স্ক্রীনিং- ১৬,৫০০ জন অপারেশন- ৬০০ জন
	সর্বমোটঃ (১-৭)ঃ	৬,০৪২,৬৪৪/-	০	৬,০৪২,৬৪৪/-	

(উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রমের বর্ণনা করুন। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয় সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়)

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকান্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে) ঃ

ক্র. নং	জেলা	উপজেলা/থানা	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	কর্মকান্ডসমূহ	পরিমান/টার্গেট	বরাদ্দ	সময়সীমা
	জামালপুর	জামালপুর সদর উপজেলা	সকল ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড সমূহ	চক্ষু চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম	-চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা - ১৬,৫০০ জন -বয়স্কদের চক্ষু ছানি অপারেশন ৬০০ জন	৬,০৪২,৬৪৪/-	০১ ডিসেম্বর ২০২১ হতে ৩০ নভেম্বর ২০২২

৮. প্রকল্প ব্যবস্থপনা ঃ

প্রজেক্ট অর্গানোগ্রাম

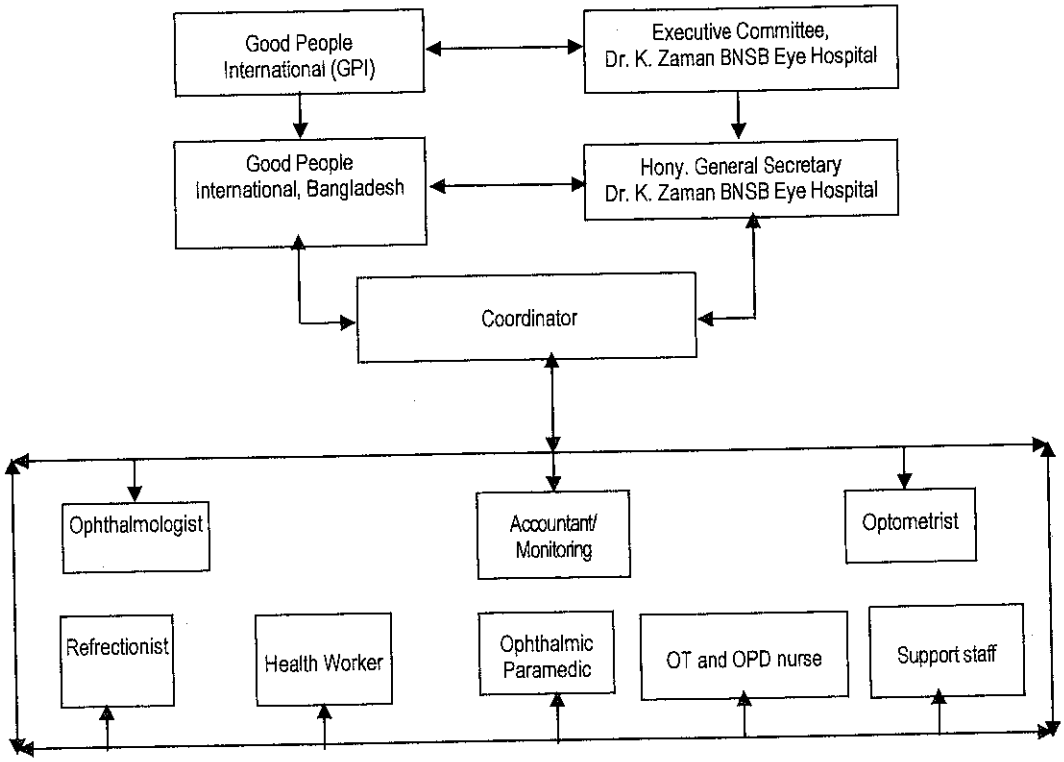

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন

(অ) ভিশন সেন্টার (ভিসি) কার্যক্রমঃ

উপজেলা ও প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকার চক্ষু রোগে আক্রান্ত রোগীরা যেন তাদের স্বল্প সময়ের ব্যবধানে স্বল্প দুরত্বে গিয়ে অত্যন্ত সহজলভ্যতায় চোখের প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন সে লক্ষ্যেই **ভিশন সেন্টার (ভিসি) কার্যক্রম** পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। প্রতিটি **ভিশন সেন্টার (ভিসি)** এ প্রাথমিক স্তরে রোগ নির্ণয়, রোগী পরীক্ষা, রিফ্র্যাকশন করে চশমা প্রদান, মৌলিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং দক্ষ মেডিকেল জনবল নিয়োগপ্রাপ্ত রয়েছে। তাদের প্রতিদিনের নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় উপরোক্ত কার্যক্রম গুলি সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং যে সমস্ত ছানি রোগী চিকিৎসা ও অপারেশনের জন্য উপস্থিত হয় তাদেরকে প্রতি সপ্তাহে একদিন ১০ জন করে দলবদ্ধ করে ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি বেস হাসপাতালে প্রেরণ করে চক্ষু ছানি অপারেশন করে কৃত্রিম লেন্স প্রতিস্থাপন করা হবে অপারেশন পরবর্তী রোগীদের ফলো-আপ চিকিৎসা প্রদান।

খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী-'ক' মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিওর তথ্য দিন - **প্রযোজ্য নহে**

গ. সংলগ্নী -'খ'-তে প্রত্যেক ব্যক্তির (যারা প্রকল্প থেকে বেতন ভাতা-সম্মানী গ্রহণ করবেন) নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করুন - **সংযুক্ত**

ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণায়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করুন - প্রযোজ্য নহে

অ) টাকার পরিমাণ - **প্রযোজ্য নহে**

আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি - **প্রযোজ্য নহে**

ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণয়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে) - **প্রযোজ্য নহে**

ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করুণ - **প্রযোজ্য নহে**

ঙ. নির্মাণসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী- 'গ'-তে প্রদান করুণ - **প্রযোজ্য নহে**

চ. খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী -'ঘ'-তে প্রদান করুণ - **সংযুক্ত**

ছ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করুণ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার চক্ষু রোগীদের চক্ষু স্বাস্থ্যসেবার জন্য অত্র ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি আই হসপিটালের সাথে একটি সরাসরি সেবাগ্রহনের যোগাযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে পরিহার যোগ্য অন্ধত্ব নিবারণে সামগ্রিকভাবে অবদান রাখবে।

এ প্রকল্পটি সমাপ্তির পর আশা করা যায় যে, ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি আই হসপিটাল চক্ষু স্বাস্থ্য সেবার দায়িত্ব ও প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষায় স্বচেষ্ট থাকবে যা এই প্রকল্পের মাধ্যমে আহরণ করা হয়েছে। যেমন- দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রচার, প্রচারণা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র ও প্রান্তিক বৃহত্তর জনগোষ্টির সাথে যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি।

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা ঃ

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্যা ব্লাইন্ড (বিএনএসবি) ১৯৭২ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে সুদীর্ঘ প্রায় ৪৯ বছর ধরে এ পর্যন্ত অন্ধত্ব নিরসনে বাংলাদেশ থেকে অন্ধত্ব নিবারণ ও নিরাময় কর্মসূচী সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ সালের ১ লা জানুয়ারী থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার (নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ) এবং পার্শ্ববর্তী জেলার জনগনের মধ্যে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। যা বাংলাদেশের মোট জন সংখ্যার প্রায় ১২ শতাংশ। দীর্ঘদিন যাবত এই ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি আই হসপিটালের সেবা কার্যক্রম পরিচালিত বিধায় অত্র কর্ম এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের অনেকেই অবহিত রয়েছেন। স্বল্পমূল্যে ও বিনামূল্যে উপযুক্ত সেবা প্রদানে বর্তমানে হাসপাতালটি অত্র অঞ্চলে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে।

খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চালু কর্মকান্ড (যদি থাকে) বিবেচনান্তে কাজের ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুণ।

ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি আই হসপিটাল অত্র জেলায় সরকারী, বেসরকারী ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ে আই প্যাক (IPEC) জেলা কমিটির সদস্য সচিব, যাহাতে সিভিল সার্জন ময়মনসিংহ মহোদয় আহ্বায়ক।

গ. প্রকল্পটি বা একই ধরণের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অননুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনাঃ

ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)ঃ

ক্র..নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১	প্রকল্প ছক (এফডি-৬)	হ্যাঁ	
২	হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন	হ্যাঁ	
৩	বার্ষিক প্রতিবেদন	হ্যাঁ	
৪	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	হ্যাঁ	
৫	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	হ্যাঁ	
৬	প্রকল্পের output details	হ্যাঁ	
৭	মানবসম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাবলি	হ্যাঁ	
৮	সংস্থার নির্বাহী কমিটির তথ্যাবলি	হ্যাঁ	
৯	যোগাযোগ মাধ্যমঃ টেলিফোন, মোবাইল, ই-মেইল ইত্যাদি	হ্যাঁ	
১০	তথ্য কর্মকর্তা	হ্যাঁ	
১১	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	হ্যাঁ	

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করুণ ঃ

ক. **সংলগ্নী- 'ঙ'** তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করুণ- **(প্রযোজ্য নহে)**

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে - দাখিলতব্য **(প্রযোজ্য নহে)**

গ. **সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ ঃ**

এটি একটি নতুন প্রকল্প। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পাশাপাশি চক্ষুরোগীর সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় (National Eye Care Plan, Bangladesh) যে, যদিও আনুপাতিক হারে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জন্মহার কমেছে কিন্তু সামগ্রিক জনসংখ্যার হার ক্রমবৃদ্ধিমান। যার ফলে ২০২০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় আনুমানিক ১৮ কোটিতে উন্নীত হবে। যার মধ্যে ৩০ উর্ধ্ব বয়সের মানুষ মোট সংখ্যার প্রায় অর্ধেক হবে। ফলে অন্ধত্বের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। যদি অন্ধত্ব নিবারণে সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা করা না যায়, তবে ভবিষ্যতে অন্ধত্বের সংখ্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে।

বাংলাদেশে জাতীয় অন্ধত্ব ও ক্ষীণদৃষ্টি জরীপ ২০২০ অনুযায়ী বয়স অনুপাতে অন্ধত্বের প্রার্দুভাব ১.০৩ শতাংশ। ৭০ শতাংশ অন্ধত্বের প্রধান কারণ ছানিজনিত রোগ। অন্য এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় (National Eye Care Plan, Bangladesh) যে,

- বাংলাদেশে প্রায় ৭ লাখ ৫২ হাজার অন্ধ লোক রয়েছে যাদের বয়স ৩০ বা তার উর্ধ্বে এবং প্রতিবছরই এই সংখ্যার সাথে নতুন করে আরও ৬০ হাজার যোগ হচ্ছে।
- এছাড়াও ৩৩ লাখ বয়স্ক মানুষ অসংশোধিত দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি বয়ে বেড়াচ্ছেন।
- ১ কোটি ৪৩ লাখ শিশু অসংশোধিত দৃষ্টিশক্তির ত্রুটিতে ভোগছে।
- অন্ধত্বের প্রধান কারণ ছানি এবং ছানির কারণে অন্ধত্বের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার জন, যা মোট অন্ধত্বের প্রায় ৮১%।

উপরে বর্ণিত জরীপের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, দেশে প্রায় ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ছানিজনিত অন্ধরোগী রয়েছে। প্রতি বছর আরও প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোক ছানিজনিত কারণে নতুন করে দৃষ্টিহীন হয়। কিন্তু প্রতিবছর এক লাখ ২০ হাজার ছানিজনিত রোগীর অপারেশন হয়, যা প্রতি বছর নতুনভাবে যোগ হওয়া ছানি রোগীর চেয়ে কম। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বিদ্যমান ৬ লাখ ৫০ হাজার অন্ধত্ব রয়েই যাচ্ছে, পক্ষান্তরে নতুন করে আরও প্রায় ১০ হাজার রোগী এর সাথে যোগ হচ্ছে। ফলে দেশ বিপুল সংখ্যক লোকের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং এ লোকগুলো সম্পদে পরিণত না হয়ে দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাড়াচ্ছে।

বাংলাদেশে মোট অন্ধতের প্রায় ৭০% ছানিজনিত কারণে হয়ে থাকে, যা উপযুক্ত অস্ত্রপচার বা অপারেশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য। খুবই স্বল্প ব্যয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব। ছানি অপারেশনের পর একজন মানুষ আবার তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়ে নিজেকে কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে পারে, যা দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

- যদি সঠিক সময়ে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যায় তবে শতকরা ৮০ ভাগ অন্ধত্ব নিরাময় করা যেত।
- জরীপে দেখা গিয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগে অন্ধত্বের হার দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

আমাদের দেশে বর্তমানে ছানি অপারেশনের হার প্রতি বছর প্রতি দশ লাখে মাত্র ২,২২৫ টি। যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আমরা যদি এ ছানি অপারেশনের হার প্রতি বছর প্রতি দশ লাখে ৩ হাজার এ উন্নীত করতে পারি তবে আমাদের বিপুল সংখ্যক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি সমাজের বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হবে। ফলে দেশ সামগ্রিকভাবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিসরে নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত হবে এবং তারই ধারাবাহিকতায় ক্রমবর্ধমান চক্ষু রোগীদের চিকিৎসাসেবা অব্যাহত রাখতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত আবশ্যক।

১১. প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান ঃ

ক.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	ঃ	৬,০৪২,৬৪৪/- (টাকা)
খ.	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থায়ীয় মুদ্রায় অনুদান	ঃ	- (টাকা)
		প্রাক-মোট ঃ	৬,০৪২,৬৪৪/- (টাকা)
গ.	স্থানীয় অনুদান (সংস্থার নিজস্ব)	ঃ	- (টাকা)
ঘ.	স্থানীয় অনুদান (অন্যান্য উৎস্য থেকে)	ঃ	- (টাকা)
		প্রাক-মোট ঃ	৬,০৪২,৬৪৪/- (টাকা)
		সর্বমোট ঃ	৬,০৪২,৬৪৪/- (টাকা)

ঙ. স্থানীয় অনুদানের উৎস্য সমূহ কি কি এবং কোন উৎস থেকে কত টাকা ঃ

রোগী নিবন্ধণ ফি, বিভিন্ন পরিক্ষা-নিরিক্ষা ফি, অপারেশন ফি এবং স্থানীয় সমাজসেবক ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

১২. বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্র.নং	খাত	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট
১.০০	**বেতন ও ভাতাদি:**			
১.০১	প্রকল্প কর্মচারীদের বেতন (দেশী)		১,২৪৬,০০০	১,২৪৬,০০০
	মোট (০১.০০)ঃ		**১,২৪৬,০০০**	**১,২৪৬,০০০**
২.০০	**সরবরাহ ও সেবা:**			
২.০১	ভ্রমণ/দৈনিক ভাতা ব্যয় (অভ্যন্তরীণ)		১৩,০০০	১৩,০০০
২.০৩	ভাড়া - অফিস		১৫৭,৪৩৪	১৫৭,৪৩৪
২.০৭	বিদ্যুৎ		১৪,০০০	১৪,০০০
২.১৫	প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্পস		৪০,০০০	৪০,০০০
২.২৮	বীমা/ ব্যাংক চার্জেস		৫০০	৫০০
২.৩০	টেলিফোন/টেলেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট		২৭,০০০	২৭,০০০
২.৪০	অডিট		১০,০০০	১০,০০০
২.৪৫	ইউনিফর্ম		৮,০০০	৮,০০০
২.৪৭	সচেতনতাবৃদ্ধি/উদ্বুদ্ধকরণ/সংবেদনশীলতা/প্রচারণা সভা/ওয়ার্কসপ		৫০,০০০	৫০,০০০
২.৬১	চিকিৎসা ব্যয়:		১,৮০৫,০০০	১,৮০৫,০০০
২.৬৮	অন্যান্য ব্যয়		১৫,০০০	১৫,০০০
	মোট (০২.০০)ঃ		**২,১৩৯,৯৩৪**	**২,১৩৯,৯৩৪**
৩.০০	**মেরামত ও সংরক্ষণ:**			
৩.০৪	আসবাবপত্র		১৮৬,৫০০	১৮৬,৫০০
৩.১০	ভিশন সেন্টার সংস্কার কাজ		১০০,০০০	১০০,০০০
৩.১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম সংরক্ষণ		২০৪,০০০	২০৪,০০০
	মোট (০৩.০০)ঃ		**৪৯০,৫০০**	**৪৯০,৫০০**
৪.০০	**মূলধন ব্যয়:**			
৪.১২	চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ		২,০৮৬,২১০	২,০৮৬,২১০
৪.১৪	কম্পিউটার সফ্‌টওয়ার		৮০,০০০	৮০,০০০
	মোট (০৪.০০)ঃ		**২,১৬৬,২১০**	**২,১৬৬,২১০**
	সর্বমোটঃ (০১.০০+০২.০০+০৩.০০+০৪.০০)ঃ		**৬,০৪২,৬৪৪**	**৬,০৪২,৬৪৪**

টিকা ঃ

(ক) দাতা সংস্থা অনুমোদিত বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয়ের খাত ও বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে। Economic Code থেকে খরচের খাত বাছাই করে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। বাজেটে দেখানো হয়নি এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।

(খ) সংলগ্নী-**'চ'**-তে আসবাবপত্র অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে। **(সংযুক্ত)**

(গ) প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে **সংলগ্নী- 'ছ'** তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কসপের দিনপুঞ্জি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে। **সংযুক্ত**

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন ঃ

ক্র.নং	খাত	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট
২.০০	**সরবরাহ ও সেবা:**			
২.০৭	বিদ্যুৎ		১৪,০০০	১৪,০০০
২.১৫	প্রিন্টিং ও স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্পস		৪০,০০০	৪০,০০০
২.২৮	বীমা/ ব্যাংক চার্জেস		৫০০	৫০০
২.৩০	টেলিফোন/টেলেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট		২৭,০০০	২৭,০০০
২.৪০	অডিট		১০,০০০	১০,০০০
২.৬৮	অন্যান্য ব্যয়		১৫,০০০	১৫,০০০
	মোট (০২.০০)ঃ		১০৬,৫০০	১০৬,৫০০
৩.০০	**মেরামত ও সংরক্ষণ:**			
৩.১০	ভিশন সেন্টার সংস্কার কাজ		১০০,০০০	১০০,০০০
	মোট (০৩.০০)ঃ		১০০,০০০	১০০,০০০
			২০৬,৫০০	২০৬,৫০০

ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত ঃ ৩ ঃ ৯৭

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা ঃ

চক্ষু ছানি অপারেশন ও অন্যান্য চক্ষু চিকিৎসার মাধ্যমে বর্তমান কর্মহীন ও পরনির্ভরশীল জনগণকে কর্মক্ষম ও স্বনির্ভর করা হলে তারা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন ও জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। তাছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন সময়ে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে তাদের অংশগ্রহণ হবে পরিবেশ সংরক্ষণের একটি ইতিবাচক প্রভাব। যা হবে এই গৃহিত প্রকল্পেরই একটি অবদান। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে কোন নেতিবাচক প্রভাবের সম্ভবনা নেই।

১৫. প্রকল্প থেকে কি পরিমান কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ঃ ০৭ জন

শ্রেণী	প্রকল্পে (প্রত্যক্ষ)	কর্মকান্ডের ফলে (পরোক্ষ)
ব্যবস্থাপনা		০১
দক্ষ		০৩
অদক্ষ		০৩

নাম ঃ শরীফুজ্জামান পরাগ
সমন্বয়কারী

স্বাক্ষর ঃ
(প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার)
ঠিকানা ঃ ১৯৩, সেহড়া-ধোপাখলা রোড, ময়মনসিংহ - ২২০০
তারিখ ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১

নাম ঃ এ.কে. এম. রফিক হাসনাত
অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক

স্বাক্ষর ঃ
(সংস্থার প্রধান নির্বাহীর)
ঠিকানা ঃ ১৯৩, সেহড়া-ধোপাখলা রোড, ময়মনসিংহ - ২২০০
তারিখ ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১

সংলগ্নী- 'ক'

পার্টনার এনজিও 'র বিস্তারিত
[প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারীকৃত স্মারক নং ১০৭ তারিখ ২৯ মে ২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৬.৩ মোতাবেক] (প্রযোজ্য নহে)

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা	সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর নিবন্ধন নং	পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ	কর্ম এলাকা (ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	প্রাক্কলিত বরাদ্দ	সম্পাদনের সময়সীমা
		ক) ..... খ).....			

পার্টনারগণ LOI পার্টনার অথবা Sevice Provider পার্টনার কিনা তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এ.কে. এম. রফিক হাসনাত
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১

সংলগ্নী- 'খ'

১. **প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) ঃ (সংযুক্ত)**

ক্র. নং	নাম ও পদবী	জাতীয়তা	মেয়াদ (জনমাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্ব সমূহ	বেতন-ভাতাদি	
							এই প্রকল্প হতে	অন্যান্য প্রকল্প হতে
১								

টিকা ঃ
বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভূক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাস ভিত্তিক দেখাতে হবে।
রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরূৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচচতর টেকনিক্যাল/বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিবেচ্য। দেশী বা বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক প্রকল্প কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং যে কোন স্বেচ্ছাসেবক ইনপুট হিসেবে বাজেটে অন্তর্ভূক্ত হবে।

২. **প্রকল্পে নিয়োগকৃত/নিয়োজিতব্য প্রত্যেক বিদেশী সংক্রান্ত নিম্নোলিখিত তথ্য উল্লেখ করুণ ঃ প্রযোজ্য নহে**

	ব্যক্তি-১	ব্যক্তি-২	ব্যক্তি-৩	
তিনি বেতন-ভাতা সমুদয় বা আংশিক বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।				
তিনি বেতনভাতা সমূদয় বা আংশিক প্রকল্পমূল্য থেকে কেটে রাখা অর্থে বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।				
তিনি বাংলাদেশে প্রতিমাসের আয় থেকে কত টাকা কর পরিশোধ করবেন।				
তাঁর TIN নম্বর কত?				

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এ.কে. এম. রফিক হাসনাত
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১

সংলগ্নী- 'গ'

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ
(ভৌত নির্মাণের বিস্তরিত বর্ণনা) – **(প্রযোজ্য নহে)**

ক) জমির মালিকানা প্রমানসহ (যার স্বপক্ষে নামজারী/খারিজ করা হয়েছে)

খ) প্রকৌশল ডিজাইন

গ) নির্মাণের লে-আউট

ঘ) প্রাক্কলিত ব্যয়

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এ.কে. এম. রফিক হাসনাত
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১

সংলগ্নী-'ঘ'

খাত ও উপ-খাতের তালিকা
(নীতি-পরিকল্পনা ও ডাটাবেইজ সৃষ্টি উদ্দেশ্যে)

ক্র.নং	কার্যক্রমসমূহ	টাকার পরিমাণ (হাজারে)	
		প্রকল্প বর্ষ	সর্বমোট
		০১ ডিসেম্বর ২০২১ হতে ৩০ নভেম্বর ২০২২	
১০০	**স্বাস্থ্যঃ**		
১০১	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা		
১০২	উচ্চতর স্বাস্থ্য সেবা/হাসপাতাল কার্যক্রম	৫,৯৯২.৬৪৪	৫,৯৯২.৬৪৪
১০৩	পুষ্টি কর্মসূচি		
১০৪	সংক্রামক রোগসমূহ		
১০৫	আইইসি (তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ)		
১০৬	মেডিকেল/নার্সিংসেবা/প্যারামেডিক শিক্ষা		
১০৭	গবেষণা, জরিপ/প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স,সেমিনার	৫০.০০০	৫০.০০০
১০৮	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম		
২০০	**পরিবার পরিকল্পনাঃ**		
২০১	নন-ক্লিনিক্যাল জন্মনিয়ন্ত্রণ		
২০২	ক্লিনিক্যাল জন্মনিয়ন্ত্রণ		
২০৩	গবেষণা,জরিপ/, প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স,সম্মেলন		
২০৪	আইইএম (তথ্য, শিক্ষা এবং প্রচারণা)		
২০৫	পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম		
২০৬	জনসংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম		
৩০০	**জনস্বাস্থ্যঃ**		
৩০১	পানি (গভীর নলকুপ, অগভীর নলকুপ ইত্যাদি হার্ডঅয়ার)		
৩০২	পয়ঃ নিষ্কাশন (হার্ডওয়ার)		
৩০৩	আর্সেনিক		
৩০৪	এইচআইভি/এইডস সেবা ও পুনর্বাসন		
৩০৫	মাদক নিরাময় ও পুনর্বাসন		
৩০৬	আইইএম (তথ্য,শিক্ষা এবং প্রচারণা)		
৩০৭	জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম		
৪০০	**শিক্ষা, যুব ও সংস্কৃতিঃ**		
৪০১	ইসিডি, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা		
৪০২	বয়স্ক ও গণশিক্ষা		
৪০৩	প্রযুক্তি ও কারিগরী/বৃত্তি মূলক শিক্ষা		
৪০৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা		
৪০৫	শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম		
৪০৬	যুব উন্নয়ন কর্মসূচি		
৪০৭	খেলাধুলা কর্মসূচি		
৪০৮	সাংস্কৃতিক কর্মসূচি		
৫০০	**সমাজ কল্যাণঃ**		
৫০১	আত্ম-কর্ম সংস্থান কর্মসূচি		
৫০২	এতিম খানা ও এতিম কর্মসূচি		
৫০৩	সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি		
৫০৪	অক্ষম/প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের উন্নয়ন		
৫০৫	বয়স্ক পুর্নবাসন কর্মসূচি/ নিবাস		
৫০৬	দুঃস্থদের জন্য পুর্নবাসন কর্মসূচি		
৫০৭	যৌনকর্মী/ড্রপ-ইন-সেন্টার		
৫০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি		
৫০৯	সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য কার্যক্রম		

৬০০	**মহিলা ও শিশু বিষয়কঃ**		
৬০১	বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধ ও সচেতনতা		
৬০২	নারীর ক্ষমতায়ন/জেন্ডার		
৬০৩	শিশু শ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম		
৬০৪	পথ-শিশুদের জন্য কর্মসূচি		
৬০৫	এসিড ও অগ্নিদগ্ধ আক্রান্তদের চিকিৎসা ও পুর্নবাসন		
৬০৬	মহিলাদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ		
৬০৭	নারী ও শিশু পাচার		
৬০৮	আইইসি কার্যক্রম		
৬০৯	মহিলা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম		
৬০১০	শিশু বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম		
৭০০	**আইন ও সুশাসন, নির্বাচন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রঃ**		
৭০১	মানবাধিকার কার্যক্রম		
৭০২	আইনগত সহায়তা কর্মসূচি		
৭০৩	সুশাসন সম্পর্কিত কার্যক্রম		
৭০৪	সংসদ ও গণতন্ত্র		
৭০৫	নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম		
৭০৬	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মসূচী		
৭০৭	ভূমি এবং ভূমি রিফর্মস সংক্রান্ত		
৭০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচী		
৭০৯	অন্যান্য কার্যক্রম		
৮০০	**নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কিতঃ**		
৮০১	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক কার্যক্রম		
৮০২	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির শিক্ষা		
৮০৩	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা		
৮০৪	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিক উন্নয়ন		
৮০৫	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সংক্রান্ড অন্যান্য কার্যক্রাম		
৯০০	**কৃষি, গেঢ়, মৎস্যচাষ ও প্রাণি সম্পদ**		
৯০১	কৃষি উন্নয়ন		
৯০২	গেঢ় ও পানি সম্পদ সংক্রান্ত		
৯০৩	হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু উন্নয়ন কার্যক্রম		
৯০৪	মৎস্য উন্নয়ন কার্যক্রম		
৯০৫	গবেষণা/জরিপ/., প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কনফারেন্স/সভা		
৯০৬	আইইএম/আইইসি কার্যক্রম		
১০০০	**দূর্যোগ, ত্রাণ ও পুর্নবাসন এবং গৃহায়নঃ**		
১০০১	দুর্যোগ মোকাবেলা ও প্রশমন		
১০০২	পুর্নবাসন কর্মসূচী (জীবিকা)		
১০০৩	পুনর্বাসন কর্মসূচী (অবকাঠামো)		
১০০৪	বহুমুখি নিরাপদ আশ্রয়/নিরাপদ আবাস কর্মসূচী		
১০০৫	দূর্যোগ পরবর্তী আবাস কর্মসূচী		
১০০৬	সাধারণ গৃহনির্মান কর্মসূচী		
১০০৭	ত্রাণ, গৃহায়ণ ও দূর্যোগ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম		

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ **এ. কে. এম. রফিক হাসনাত**
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১

সংলগ্নী- 'ঙ'

সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন
(পরিপত্র-২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৭ 'গ' মোতাবেক প্রয়োজন)- **(প্রযোজ্য নহে)**

প্রকল্পের নাম ঃ
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ ঃ

প্রকল্প মূল্য ঃ

কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এ.কে. এম. রফিক হাসনাত
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১

সংলগ্নী- 'চ'

উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা
অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন- **(সংযুক্ত)**

১. আসবাবপত্র ও অফিস-যন্ত্রপাতির বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	সর্ব মোট			

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	সর্ব মোট			

৩. যানবাহনের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকায়)	মোট ব্যয়
	সর্ব মোট			

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা করুণ।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ **এ.কে. এম. রফিক হাসনাত**
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১

সংলগ্নী- ছ

প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও কনফারেন্সের দিনপুঞ্জি

ক্র. নং	শিরোনাম/বিষয়	স্থান ও সময়	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
১	সিএইচসিপি, সিএইচডব্লিউ, স্কুল টিচার্স ও জনপ্রতিনিধিদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান।	ময়মনসিংহ-ফেব্রুয়ারী - ২০২২- ১টি ময়মনসিংহ- মার্চ - ২০২২- ১টি	০২	৫০ জন	৫০,০০০	

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এ.কে. এম. রফিক হাসনাত
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১

বিঃ দ্রঃ এফডি-৬ -এর প্রতি পাতায় নির্বাহী প্রধান/ তার প্রতিনিধির স্বাক্ষর থাকতে হবে।

Annex Ca

Description of office Instrument & Equipment's, Furniture & Fixtures for Vision Centre

Sl	Name of Items	Qty.	Rate Per unit in Taka	Total Budget in Taka	Remarks
1	Slit Lamp	1	500,000	500,000	Japan/Korea/India
2	Ophthalmoscope (Direct)	1	32,000	32,000	Germany
3	Streak Retina scope	1	36,000	36,000	Germany/USA
4	Auto Refractometer	1	550,000	550,000	Japan/Korea
5	Generator	1	35,000	35,000	24KVA (Walton)
6	Aplanation Tonometer	1	175,000	175,000	Indian
7	90 D Lens	1	35,000	35,000	India/Volk US Type
8	Handheld fundus Camera	1	450,000	450,000	India/Germany
9	Water Sterilizer	1	15,000	15,000	Local made
10	Snellen's chart (Drum)	1	8,000	8,000	Local made
11	Digital Vision Chart	1	80,000	80,000	22 Inch/India
12	Dressing Drum	2	6,000	12,000	Pakistan
13	Trail Box with frame	2	15,000	30,000	India
14	Grinding edging kit & machine	1	23,000	23,000	China
15	Frame warmer	1	12,000	12,000	China
16	Digital camera	1	15,000	15,000	China
17	Sphygmomanometer with Stethoscope	1	7,000	7,000	Japan
18	Glucometer	1	7,500	7,500	China
19	Spirit Lamp	1	500	500	Local made
20	Lifter with Jar	1	1,500	1,500	Local made
21	Square Tray	2	750	1,500	Local made
22	Kidney Tray	2	2,750	5,500	Local made
23	Torch Light	1	510	510	China
24	Near Vision Chart	1	200	200	Bangladesh
25	Screwdriver set,Pliers set,Files,Tin snips	2	9,000	18,000	China
26	Drill/tap	1	18,000	18,000	China
27	Jobbing boxes x 10	1	6,000	6,000	Local made
28	Height & Weight Scale	1	12,000	12,000	China/India
29	Computer with accessories, Web Cam, Networking accessories installation, Speaker/MIC at Vision Centre (including original software)	2	80,000	160,000	
30	Printer	1	14,000	14,000	
31	VCM Software	1	80,000	80,000	
32	Networking accessories installation,	1	30,000	30,000	
33	Small table for brochures, flyers and other information	1	3,500	3,500	
34	3 seated plastic chair (Bengal metal) 3 nos. colorful	6	8,000	48,000	
35	Table	3	10,000	30,000	
36	Patient Examination Table	1	10,000	10,000	
37	Foot Steps	1	1,500	1,500	
38	Examination Chair	2	7,000	14,000	
39	Medicine Trolley	1	7,000	7,000	
40	Steel Almirah	1	8,500	8,500	
41	Round stool	2	3,000	6,000	
42	Ceiling Fan	4	3,000	12,000	
43	Rack to store case sheets	1	7,000	7,000	
44	Solid wooden bench for spectacle fitting and fixing	1	5,000	5,000	
45	Wheel Chair	1	10,000	10,000	
46	Spectacle and medicine Display arrangement	2	12,000	24,000	
	Total:			**2,556,710**	

নাম ঃ এ.কে. এম. রফিক হাসনাত

পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক

তারিখ ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১

১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) ঃ

সংলগ্নী - খ

ক্র.নং	নাম	পদবী	জাতীয়তা	সময়কাল	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্ব সমূহ	বেতন-ভাতাদি		
								এই প্রকল্প হতে		অন্যান্য প্রকল্প হতে
								২০২১-২০২২	সর্বমোট	
১	নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন	রিফ্রাকশনিস্ট	বাংলাদেশী	১২ মাস	এইচ.এস.সি	রিফ্রাকশন ট্রেনিং	রোগীদের রিফ্র্যাকশন করা	২৮০,০০০	২৮০,০০০	"
২	নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন	রিফ্রাকশনিস্ট	বাংলাদেশী	১২ মাস	এইচ.এস.সি	রিফ্রাকশন ট্রেনিং	রোগীদের রিফ্র্যাকশন করা	২৮০,০০০	২৮০,০০০	"
৩	নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন	অপটিশিয়ান	বাংলাদেশী	১২ মাস	এইচ.এস.সি	চশমা তৈরী কাজের উপর প্রশিক্ষন প্রাপ্ত	রোগীদের চশমা তৈরী ও ফিটিং করা	১৪০,০০০	১৪০,০০০	"
৪	নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন	রিসিপশনিস্ট	বাংলাদেশী	১২ মাস	এইচ.এস.সি	রোগীদের রিসিপশন কাজের উপর প্রশিক্ষন প্রাপ্ত	রোগীদের শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও পরিচালনা করা	১৪০,০০০	১৪০,০০০	"
৫	নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন	স্বাস্থ্যকর্মী (হেলথ ওয়ার্কার)	বাংলাদেশী	১২ মাস	এইচ.এস.সি	রোগীদের চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ দানের উপর প্রশিক্ষন প্রাপ্ত	রোগীদের চিকিৎসা কাজে সহায়তা প্রদান করা	১৪০,০০০	১৪০,০০০	"
৬	নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন	অফিস সহকারী	বাংলাদেশী	১২ মাস	এস.এস.সি	ভিশন সেন্টারের দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করার কাজের উপর অভিজ্ঞ।	ভিশন সেন্টারের দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করা	৯৮,০০০	৯৮,০০০	"
৭	নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন	ক্লিনার (পার্ট টাইম)	বাংলাদেশী	১২ মাস	এস.এস.সি	অফিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের অভিজ্ঞতা	অফিস পরিষ্কার করা	৫৬,০০০	৫৬,০০০	"
৮	নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন	সহকারী হিসাব রক্ষক	বাংলাদেশী	১২ মাস	এইচ.এস.সি	হিসাব সংরক্ষণ কাজে অভিজ্ঞ	হিসাব সংরক্ষণ কাজে অভিজ্ঞ এবং হিসাব-নিকাশ তদারকী করা	১১২,০০০	১১২,০০০	"
							সর্বমোট বার্ষিক বেতন ঃ	১,২৪৬,০০০	১,২৪৬,০০০	

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এ.কে.এম. রফিক হাসনাত

পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক

তারিখ ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১

good people
International NGO
10, Gukhoe-daero 74-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07238, Republic of Korea,
Tel.+82-2-783-2291,Fax.+82-2-783-2294

16th December, 2021

To
The Hony. General Secretary
Dr. K. Zaman BNSB Eye Hospital
193 Shehora Dhopakhola Road
Mymensingh-2200, Bangladesh

Letter of Commitment

We, Good People International(GPI) established for the mission and vision which practice infinite sharing with neighbors of the global and based in Korea, certify the following information of pledge.

-Followings-

1. Donor Organization: Good People International(GPI), Republic of Korea

2. Applicant Organization: Dr. K. Zaman BNSB Eye Hospital, Mymensingh, Bangladesh

3. Project Title: Bangladesh Vision Centre establishment and management (Jamalpur, Bangladesh)

4. Project Period: 1Year (December 01, 2021 to November 30, 2022)

5. Description of budget: GPI is committing USD 70,833(Seventy thousand Eight hundred thirty three) in cash support to this project.

We confirm that the above information is correct and pledge to take all responsibilities under Bangladesh Law.

Sincerely yours,

CHOI, GYUNG-BAI
President
Good People International Headquarters
Seoul, Republic of Korea